



215135 - রবউল আউয়াল মাস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সংক্রান্ত হাদিসটির কোন ভিত্তি নই

প্রশ্ন

রবউল আউয়াল মাস আগমন করলে কিছু কিছু মানুষ একটা হাদিস আদান-প্রদান করে; সটে হচ্চে- “যে ব্যক্তি এ মহান মাস উপলক্ষে মানুষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে”। এ হাদিসটি কি সহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা উল্লেখিত হাদিসটির কোন ভিত্তি জানি না। হাদিসটি বানোয়াট হওয়ার আলামতগুলো এতে সুস্পষ্ট। সুতরাং এ উক্তিকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি বলা জায়গে হবে না। কেননা তা হবে তাঁর নামে মথিয়া বলা। তাঁর নামে মথিয়া বলা হারাম, কবরী গুনাহ (মহাপাপ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোন উক্তি বর্ণনা করে, তার ধারণা হয় যে, উক্তিটি মথিয়া; তাহলে সে মথিয়াবাদীদে একজন”[সহি মুসলিমি এর মুকাদ্দমি (১/৭)] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: এ হাদিসে মথিয়া ও মথিয়া বলার ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা হচ্চে যে, তার বর্ণিত কথা মথিয়া এরপরও সে উক্ত কথাটি বর্ণনা করে সে মথিয়াবাদী। সে মথিয়াবাদী হবে না কেনে সে তো এমন একটি সংবাদ দিচ্ছে বাস্তবে যা ঘটেনি?[শরহে মুসলিমি থেকে সমাপ্ত (১/৬৫)]

নছিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের কারণে বান্দার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় মর্মে এ উক্তিতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন; এ ধরণে অতিরঞ্জনের কারণে কোন হাদিস বা বাণীকে রাসূলের নামে বানোয়াট কথা হিসেবে সাব্যস্ত করার পক্ষে দলিল দয়া হয়। ইবনুল কাইয়্যমি (রহঃ) বলেন: “মাওজু বা জাল হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্নতা, ভাষাগত দুর্বলতা ও শীতল অতিরঞ্জন; যে কারণগুলো উক্ত বাণীগুলোকে বানোয়াট ঘোষণা করে।[‘আল-মানার আল-মুনফি’ পৃষ্ঠা-৫০ থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।